সম্ভ্রম ও করুণার ঈশ্বর

(Aweful & Merciful God)

আদিপুস্তক ৩১ অধ্যায় ১৭-৫৫ পদ

যাকোব ও তার মামা লাবন যদিও একে অন্যের বিরুদ্ধে প্রতারণার লড়াই চালিয়ে গেছে, শেষ পর্যন্ত কিন্তু যাকোবের প্রতি ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানই জয়লাভ করেছে। ঈশ্বর তাঁর সদয় তত্ত্বাবধান অনুসারে, নির্দিষ্ট সময়ে, হারণ ত্যাগ করে যাকোবের কনানে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করেছেন। এখন ঈশ্বর যদিও যাকোবের হারণ ত্যাগের সময় ঠিক করেছিলেন, কিন্তু সেই হারণ ত্যাগের পদ্ধতি যাকোবের মাথা থেকে এসেছিল। ২০ বৎসর মামার বাড়ীতে কাটাবার পর যাকোব কীভাবে সেই মামার বাড়ী, তথা হারণ ত্যাগ করেছিল, তা আজ আমরা দেখতে চলেছি।

ক। যাকোব ও রাহেলের প্রবঞ্চনা: গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি, ঈশ্বর নিজে যাকোবকে বলেছেন, *"এখন উঠ, এই দেশ ত্যাগ করে আপন জন্মভূমিতে ফিরে যাও"* (৩১:১৩)। কেবল তাই নয়, ২৮ অধ্যায়ে ঈশ্বর যখন বেথেলে যাকোবকে প্রথম দেখা দিয়েছিলেন, তখন তিনি যাকোবের কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন, *"আর দেখ, আমি তোমার সহবর্তী, যে যে স্থানে তুমি যাবে, সেই সেই স্থানে আমি তোমাকে রক্ষা করব, ও পুনরায় এই দেশে ফিরিয়ে আনব; কারণ আমি তোমাকে যা যা বললাম, তা যাবৎ সফল না করি, তাবৎ আমি তোমাকে ত্যাগ করব না"* (২৮:১৫)। এখন যে ঈশ্বর যাকোবকে হারণ ত্যাগ করতে বলেছেন, তিনিই আবার যাকোবের সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাকে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করেছেন। তাহলে সেই দেশ ত্যাগ করতে যাকোবের কি ভয় পাবার কোনও কারণ ছিল? না, যাকোব অনায়াসে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশ্বাস রেখে মামার বাড়ী ত্যাগ করতে পারত। কিন্তু ২০ বৎসর আগে সে যেমন কনান থেকে পালিয়ে হারণে এসেছিল, ঠিক একই ভাবে, ২০ বৎসর পরও যাকোব তার মামার বাড়ী ত্যাগ করে পালিয়ে যাচ্ছে, তার মামার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছে (৩১:২০)। এই ভাবে পলাতকের ন্যায় মামার বাড়ী ত্যাগ করতে যাকোব আঁট-ঘাট বেঁধে কাজ করেছে। প্রথমে সে লোক পাঠিয়ে তার স্ত্রীদের মাঠে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছে (৩১:৪)। উদ্দেশ্য খুবই পরিষ্কার: মামাকে না জানিয়ে সে তাদের সঙ্গে গোপনে আলোচনা করতে চায়। এরপর পরিস্থিতি বর্ণনা করে, যাকোব তাদেরকে স্বামী **যাকোবের** অথবা তাদের পিতা **লাবনের** পক্ষ অবলম্বণ করতে বলেছে। কী চালাকি! যাইহোক, এমন পরিস্থিতিতে এই প্রথম রাহেল ও লেয়া একমত হয়ে কাজ করেছে, দুইজনেই যাকোবের পক্ষ অবলম্বণ করেছে। এখন এইভাবে যাকোবের সঙ্গে তাদের থাকবার ইচ্ছার পিছনে যাকোবের প্রতি তাদের প্রেম যতখানি কাজ করেছে, তার থেকে বেশি তাদের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার আগ্রহই প্রকাশ পেয়েছে। নিজের দেশ ত্যাগ করে শাশুড়ি মা নয়মীর সঙ্গে যেতে রূৎ-এর মধ্যে যে নিঃশর্ত প্রেম ও অঙ্গীকার ছিল (রূৎ ১:১৬-১৭) এখানে রাহেল ও লেয়ার মধ্যে তেমন কিছুই ছিল না। পরিবর্তে, তারা কেবল তাদের জাগতিক সাচ্ছন্দই চিন্তা করেছে, পিতার বাড়ীতে তাদের কোনও ভবিষ্যৎ নেই, কারণ তাদের চিন্তায়, তাদের পিতা তাদেরকে যাকোবের কাছে বিক্রি করে, কেবল নিজেই লাভবান হয়েছে। অর্থাৎ, জাগতিক লাভই হল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। তাদের মধ্যে ঈশ্বর বিশ্বাসের বিন্দুমাত্র চিহ্ন আমরা দেখতে পাই না। বিশ্বাসী স্ত্রী হিসাবে তারা কি তাদের স্বামীকে সেই পরামর্শ দিতে পারত না, যে এই ভাবে পালিয়ে যাবার কোনও প্রয়োজন নেই, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ও আদেশের প্রতি আস্থা রেখে, পিতাকে জানিয়ে তারা যেতে পারে? যাইহোক, যদিও পিতার পরিবর্তে তারা যাকোবকেই বেছে নিয়েছে, কিন্তু তার অর্থ, তারা যে যাকোবকে সবথেকে উপযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে চিন্তা করে, তার কোনও চিহ্ন নেই।

অন্যদিকে, আমরা রাহেলকে দেখতে পাই, সে খালি হাতে তার পিতার বাড়ী ত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নয়। তাই, তাদের পিতা যখন মাঠে মেষলোম ছেদন করতে ব্যস্ত, তখন রাহেল তার *পিতার প্রতিমাগুলি চুরি করে* (৩১:১৯)। এখন প্রশ্ন হল, রৌপ্য বা অলঙ্কারের ন্যায় কোনও মূল্যবান বস্তু চুরি না করে,

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

রাহেল কেন এই সমস্ত প্রতিমা চুরি করল? ধরা যেতে পারে, রাহেল ভেবেছিল, এইভাবে পিতার প্রতিমাগুলি চুরি করে সে-ও সেই সমস্ত দেবতার আশীর্বাদ (?) চুরি করবে; যেমন তার স্বামী তিার শ্বশুড়কে প্রতারিত করে সত্য আশীর্বাদ চুরি করেছিল। হয়ত রাহেল ভেবেছিল, এইভাবে সেই সমস্ত প্রতিমার অধিকার তার নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে, তাকে আরও অনেক সন্তানের মা করবে। কারণ, মা হবার জন্য দূদাফল খাবার ন্যায় কুসংস্কারে বিশ্বাস করতে আমরা রাহেলকে এর আগে দেখেছি (৩০:১৪)। কিন্তু রাহেলের এই চিন্তা ও পরিকল্পনা হিতে বিপরীত হয়েছিল, পরবর্তী কালে এরাই তাদের বিপদের কারণ হয়েছিল; কারণ এদের খোঁজেই পিতা লাবন তাদের পিছু ধাওয়া করেছিল (৩১:৩০-৩২)। অবশ্য এগুলি যেহেতু আবর্জনা ছিল, সেইহেতু পরবর্তী কালে এদেরকে অন্য প্রতিমাদের সঙ্গে শিখিমের এলা বৃক্ষের তলায় পুঁতে ফেলা হয়েছিল (৩৫:২-৪)।

আজকের দিনে আমাদের জীবনেও এমন অনেক প্রতিমা আছে। এমন অনেক জাগতিক বিষয় আছে, যাদেরকে আমরা ভালোবেসে আমাদের জীবনের অধঃপতন ডেকে আনি, আর শেষে তা কীটে ক্ষয় করে কিংবা চোরে চুরি করে। এগুলি হল বর্তমান যুগের পৈত্রিক প্রতিমা। কারণ, তাদের ছাড়া আমাদের জীবন অচল বলে আমরা মনে করি, কিন্তু স্বেচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়, একদিন আমাদেরকে তাদের ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমরা যাদেরকে ধন-সম্পত্তি জ্ঞান করি, তাদের সত্য প্রকৃতি একদিন প্রকাশ পাবে, এবং একমাত্র স্বর্গে সঞ্চিত আমাদের ধন শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে (মথি ৬:১৯-২১)। এই সত্য জানা সত্ত্বেও আমরা রাহেলের ন্যায় একই ভুল করে থাকি। জগতকে আঁকড়ে ধরে থাকি।

প্রশ্ন হল, আমরাও কি রাহেলের মতো কেবল জাগতিক ভবিষ্যতের চেষ্টা করে চলেছি? এ বিষয়ে রাহেলের আচরণ ছিল তার মাসি রেবেকার আচরণের ঠিক বিপরীত। রেবেকা যখন অব্রাহামের দাসের সঙ্গে প্রতিজ্ঞাত দেশের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল, তখন সে তার সঙ্গে কিছুই নিয়ে যায়নি, এমনকি তার নিজের সমস্ত পারিবারিক সম্পত্তির অধিকার পর্যন্ত ত্যাগ করে, অজানা ভবিষ্যতের উদ্দেশে কেবল বিশ্বাসে যাত্রা করেছিল। অন্যদিকে, রাহেল যদিও সেই একই প্রতিজ্ঞাত দেশে যাচ্ছে, কিন্তু সে একা নয়, তার সঙ্গে আছে তার স্বামী যাকোব, যাকে সে বিগত ২০ বৎসর ধরে দেখেছে। তথাপি, রাহেল সেই যাত্রাকে নিরাপদ জ্ঞান করতে পারেনি, আর তাই অনিশ্চয়তার মুকাবিলা করতে দ্বিতীয় পরিকল্পনা হিসাবে পৈত্রিক প্রতিমাদের সঙ্গে নেবার **জীবনবীমা** সে করেছে। যাকোব যদি ব্যর্থ হয়, এরা তাকে রক্ষা করবে। এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে রাহেলের প্রচুর মিল আমরা দেখতে পাই। তার মতো, আমরাও অনেক সময় যদিও সঠিক স্থানে যাচ্ছি, কিন্তু সবই উলোট-পালট করে ফেলছি। আমরা যদিও মুখে বিশ্বাসের কথা বলি, কিন্তু কাজে অবিশ্বাসেরই পরিচয় দিই; আমাদের চালাকির দ্বারা আমরা আমাদের গন্তব্য স্থল স্থির করতে চাই। আর এ বিষয়ে রাহেল হল যাকোবের উপযুক্ত সঙ্গী। **ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া এমন পরিবারে কোনও আশার আলো থাকতে পারে না।**

খ। লাবনের শেষ চেষ্টা: ৩য় দিবসে যাকোবের পালানোর সংবাদ পেয়ে লাবন তাদেরকে ফিরিয়ে আনার শেষ চেষ্টা চালাল। ৭ দিন ধরে তাদের পিছু ধাওয়া করে গিলিয়দ পর্বতে সে তাদের দেখা পেল। কিন্তু এখানেও ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহে যাকোবকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন। স্বপ্নে লাবনকে দেখা দিয়ে ঈশ্বর লাবনকে এই বলে সতর্ক করলেন, ***সে যেন যাকোবকে স্পর্শ না করে*** (৩১:২৪)। তাই, যাকোবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর, রাগ দেখালেও লাবন তার বেশি কিছু করেনি। যাকোবের বিরুদ্ধে লাবনের **প্রথম অভিযোগ** হল, যাকোব কেন তাকে না জানিয়ে তার কন্যাদের খড়্গধৃত বন্দিদের ন্যায় নিয়ে পালিয়ে এসেছে; যাকোব লাবনকে জানিয়ে বিদায় নিতে পারত। আর তাহলে, মহাসমারোহে লাবন তাদের বিদায় জানাতে পারত (৩১:২৭)। কিন্তু লাবনের এই কথায় বিশ্বাস করা খুবই কঠিন।

যাকোবের বিরুদ্ধে লাবনের **দ্বিতীয় অভিযোগ** হল, যাকোব কেন তার দেবতাদের তথা পৈত্রিক প্রতিমাদের চুরি করেছে। লাবনের এই অভিযোগ শুনে, যাকোব তাকে এমন প্রশ্ন করতে পারত, *"কী লাভ আছে, এমন দেবতাদের রেখে, যারা নিজেদের চুরি যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে না?"* কিন্তু যাকোব যেহেতু জানত না যে রাহেল সেগুলি চুরি

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করেছে, তাই সে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলল: *"আপনি যার কাছে আপনার দেবতাদের পাবেন, সে প্রাণে বাঁচবে না"* (৩১:৩২)। এই কথা শুনে আমাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, যখন লাবন তার প্রতিমাদের খোঁজে রাহেলের তাম্বু পর্যন্ত অনুসন্ধান চালায়। কিন্তু শেষে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের দুঃশ্চিন্তা করার কোনও কারণ নেই। কারণ, রাহেল তার স্বামী যাকোবের যোগ্য স্ত্রী এবং পিতা লাবনের যোগ্য কন্যা, সে তার চালাকিতে দুইজনকেই হার মানিয়েছে। রাহেল সেই সমস্ত প্রতিমা নিয়ে তার উটের গদির নিচে লুকিয়ে রেখেছিল ও তার উপর বসেছিল (৩১:৩৪)। ফলস্বরূপ, লাবন যখন রাহেলের তাম্বুতে এসে সেই সমস্ত প্রতিমার খোঁজ করে, তখন ইস্হাক যেমন যাকোবকে স্পর্শ করেও প্রতারিত হয়েছিল (২৭:২১-২২), লাবনও একই ভাবে প্রতারিত হয়।

এখন, সঙ্কটপূর্ণ স্থান থেকে প্রতিমা খোঁজা থেকে পিতাকে নিবৃত্ত করতে, রাহেল পিতাকে বলল, *"আপনার সাক্ষাতে আমি উঠতে পারলাম না, এতে বিরক্ত হবেন না, কারণ আমি স্ত্রীধর্মিণী আছি"* (৩১:৩৫)। এই কথার দ্বারা রাহেল তার রজঃস্রাবের কথা বলেছে, না কি ইতিমধ্যে অনেক কষ্টে তার গর্ভে বিন্যামীনকে ধারণ করার কথা বলেছে, তা উপলব্ধি করা কঠিন। যাইহোক, এই অজুহাত দেখিয়ে প্রতিমা খোঁজা থেকে পিতাকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হয়েছিল। এখন, সেদিন যদিও রাহেলের চুরি ও প্রতারণা ধরা পড়েনি, যাকোবের অভিশাপ কিন্তু শেষ পর্যন্ত অদ্ভুৎভাবে কার্যকর হয়েছিল। ৩৫:১৬-১৮ পদে আমরা দেখি, এই ঘটনার মাত্র কয়েক মাস পড়ে বিন্যামীনের জন্মের সময় রাহেলের মৃত্যু হয়। **সেই সমস্ত প্রতিমা রাহেলের জীবনে কেবল সমস্যাকেই ডেকে এনেছিল**।

গ। যাকোব ও লাবনের মধ্যে চুক্তি: লাবন ও যাকোব যদিও একে অন্যের বিরুদ্ধে চালাকি করতে চেষ্টা করেছে, শেষ পর্যন্ত কিন্তু তারা শান্তিতে একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। তারা গিলিয়দে একে অন্যের সঙ্গে চুক্তি করে, এবং এর ফলস্বরূপ, তাদের মধ্যে নতুন সম্পর্ক তৈরী হয়, তারা আর মালিক ও কর্মচারী নয়, তারা এখন থেকে সমান-সমান।

কিন্তু তাদের মধ্যে সাধিত এই চুক্তির পদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা একটু আলোচনা করতে পারি। তাদের মধ্যে যদি কেউ সেই চুক্তি লঙ্ঘন করে, তবে কে তাদের বিচার করবেন, এ বিষয়ে লাবনের উত্তর হল, *"অব্রাহামের ঈশ্বর, নাহরের ঈশ্বর ও তাদের পিতার ঈশ্বর আমাদের মধ্যে বিচার করবেন"* (৩১:৫৩)। হিব্রু ভাষায় এই পদের ক্রিয়াপদকে দেখে আমরা উপলব্ধি করি যে, লাবন এখানে বহুবচনে পৃথক পৃথক একাধিক দেবতার কথা বলেছে। সহজ কথায় লাবন এখানে তার দাদু-দিদিমা তথা তাদের সংস্কৃতির পৈত্রিক দেবতাদের কথা বলেছে। এদের বিষয় আমরা যিহোশূয় ২৪:২ পদে ইস্রায়েল সন্তানদের উদ্দেশে যিহোশূয়ের কথার মধ্যে দেখতে পাই, *"পুরাকালে তোমাদের পিতৃপুরুষেরা, অব্রাহামের পিতা ও নাহরের পিতা ফরাৎ (ইউফেরিটিস) নদীর ওপারে বাস করত, আর তারা অন্য দেবতাদের সেবা করত।"* যাকোব কিন্তু লাবনকে অনুসরণ করে, অব্রাহাম ও নাহরের পিতার দেবতাদের নামে দিব্য করেনি, পরিবর্তে সে তার নিজের পিতা তথা অব্রাহামের পুত্রের একমাত্র ঈশ্বরের নামে দিব্য করেছে, *"তখন যাকোব তার পিতা ইস্হাকের ভয়স্থানের দিব্য করল"* (৩১:৫৩খ)। অর্থাৎ, বেথেলে যাকোব যে ঈশ্বরের দেখা পেয়েছে, যিনি এতকাল যাকোবের পক্ষ হয়ে আশীর্বাদ করেছেন (৩১:৪২), তাঁর নামে যাকোব দিব্য করেছে।

অবশ্য যাকোবের কথা থেকে পরিষ্কার, এই ঈশ্বর কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ অর্থে যাকোবের ঈশ্বর নন। যাকোবের জীবনে ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। তথাপি যাকোব সেই ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অবাস্তব কল্পনার মধ্যে নয়, কিন্তু বাস্তব ইতিহাসের মধ্যে স্বীকার করেছে। যে ঈশ্বর অব্রাহামকে তার পৈত্রিক বাটি ত্যাগ করে প্রতিজ্ঞাত দেশের উদ্দেশে যাত্রা করতে আহ্বান করেছিলেন; সেই প্রতিজ্ঞা বহন করে নিয়ে যাবার জন্য যিনি ইস্হাককে মনোনীত করেছিলেন; আবার, সেই প্রতিজ্ঞাত আশীর্বাদ বহন করার জন্য যিনি যাকোবকে মনোনীত ও আহ্বান করেছেন ও এতকাল যাকোবের যাত্রায় সহবর্তী হয়েছেন, যাকোব সেই ঈশ্বরের সেবা করে। এই আহ্বানকে হালকা ভাবে নিলে হবে না। কারণ, এই ঈশ্বর হলেন এক ভয়ঙ্কর ঈশ্বর, যিনি সমস্ত সম্ভ্রমের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

পাত্র। তাই, যাকোব তাঁকে যথার্থ অর্থে ***ইস্‌হাকের ভয়স্থান*** (৩১:৪২, ৫৩) বলে সম্মোধন করেছে। ইনি হলেন সেই ঈশ্বর, যিনি ভালোবাসার একমাত্র পুত্রের ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ বলিদান দাবি করে থাকেন। এই অর্থে, **লাবনের দেবদেবীদের** থেকে **যাকোবের ঈশ্বর** অনেক বেশি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ঈশ্বর।

আমাদের জীবনে এই কথা কি একই ভাবে সত্য? আমরা কি লাবনের ন্যায় আমাদের দাদু-দিদিমার ঈশ্বরের আরাধনা করে থাকি? মণ্ডলীতে তাঁর আরাধনায় মিলিত হই, ঠিক কথা, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনও ব্যক্তিগত পরিচয় নেই? কিংবা আমাদের প্রয়োজনের সময় বা সঙ্কটকালে কি কেবল আমরা তাঁকে ডেকে থাকি: পরীক্ষার সময়, অসুস্থতার সময়, বিবাহ বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়? না কি আমরা সেই ঈশ্বরের সেবা করি, যিনি যীশু খ্রীস্টের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের বাস্তব ইতিহাসে অবতীর্ণ হয়েছেন? যিনি নিজে আমাদের পাপের বিষয় অনুতপ্ত হতে বলেন ও সেই পাপ থেকে ফিরে তাঁতে বিশ্বাস করতে বলেন। আর সেই বিশ্বাস হল, নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর কাছে সমর্পণ করা, যার জন্য চরম মূল্য দিতেও আমরা পিছ্‌পা হই না, অব্রাহাম যেমন নিজের একমাত্র পুত্রকে বেদির উপর চড়িয়েছিল। আমরা কি সেই ঈশ্বরকে যথেষ্ট পরিমাণে ভয় করি? তিনি কি আমার আপনার জীবনে প্রথম ও প্রধান? তাঁর জন্য আমরা কি ত্যাগস্বীকার করতে কিংবা মূল্য দিতে রাজি আছি? কিন্তু তা করতে হলে, প্রথমে আমাদেরকে বাইবেল থেকে সেই ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি করতে হবে। কারণ বাইবেল বলে, ***"সদাপ্রভুর ভয় জ্ঞানের আরম্ভ"*** (হিতোপদেশ ১:৭)।

যে ঈশ্বরকে আমরা তাঁর বিস্ময়কর মহত্ব ও পবিত্রতার কারণে ভয় করে থাকি, সেই ঈশ্বরকেই আবার আমরা তাঁর বিস্ময়কর অনুগ্রহের কারণে ভালোবেসে থাকি। তাঁকে একদিকে যখন আমরা ভয় করি, তখন অন্যদিকে তাঁকে আমরা ভালোবেসেও থাকি। আমরা তাঁকে ভালোবাসি, কারণ আমরা তাঁকে কেবল ***ইসহাকের ভয়স্থান*** হিসাবে নয়, কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্টের পিতা হিসাবে চিনি; এবং আমরা সেই ক্রুশকে দেখেছি, যেখানে পাপের প্রতি তাঁর ভয়ঙ্কর ক্রোধ এবং আমাদের প্রতি তাঁর অসীম করুণা পরস্পর মিলিত হয়েছে।

এ বিষয়ে আমরা যাকোব ও যীশু খ্রীস্টের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখতে পাই। যাকোব শূন্যহাতে প্রান্তরে যাত্রা করেছিল, কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদে সে সেখানে ধনী হয়েছিল। অন্যদিকে, আমাদের প্রভু যীশু স্বর্গের সমস্ত ধন ত্যাগ করে, আমাদের জন্য পাপে-জর্জরিত এই পৃথিবীর প্রান্তরে শূন্যহাতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রতারণা বা প্রবঞ্চনার মাধ্যমে নয়, প্রতিমা চুরি করেও নয়, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে তিনি এই পৃথিবীর সমস্ত পরীক্ষা ও প্রলোভনের মুকাবিলা করেছেন। তারপর আমাদের প্রতিমাপূজা, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা ঈশ্বরের যে ক্রোধ ও অভিশাপের যোগ্য পাত্র ছিল, তার শাস্তি তিনি ক্রুশে নিজের উপর তুলে নিলেন। ঈশ্বরের প্রতি ভয় ও সম্ভ্রম প্রদর্শনে ব্যর্থ আমাদের শাস্তি তিনি নিজে গ্রহণ করলেন। আর সেই ক্রুশে ঈশ্বর *চিরকালের জন্য একবারে* মহত্তম বলিদান সাধন করলেন, নিজের একমাত্র পুত্রকে বলি দিলেন। কিন্তু কেন? যেন যাকোব ও রাহেলের ন্যায় আমার ও আপনার মতো পাপী পাপের ক্ষমা লাভ করে, জীবনের পূর্ণতা ভোগ করে। যেন আমাদের সমস্ত পাপের শাস্তি তাঁর উপর বর্তায়, এবং আমাদেরকে তাঁর ধার্মিকতা প্রদত্ত হয়, যার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে দাঁড়াতে সক্ষম হই। আর এর ফলস্বরূপ, আমাদের মতো পাপীরাও তাঁর সন্তান হিসাবে পরিগণিত হই, এবং সেই মহৎ ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বরকে চিরকালের জন্য আমাদের ঈশ্বর বলে ডাকতে পারি।

আমরা কি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে এই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেয়েছি? তাঁর বৈশিষ্ট্য অনুসারে আমরা কি তাঁকে চিনেছি? আমরা কি তাঁকে ভয় করি? আমরা কি তাঁকে ভালোবাসি? এই সমস্ত প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর কেবল মুখে বলে কোনও লাভ নেই, আমাদের জীবন যেন সেই উত্তরের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আমাদের জীবনে কে প্রথম ও প্রধান? ঈশ্বর না আমাদের জাগতিক আশীর্বাদ (ধন)? আমরা কি আমাদের আকাঙ্ক্ষার সেই সমস্ত জাগতিক ধন অর্জন করতে ঈশ্বরকে উপায় হিসাবে ব্যবহার করছি? কিন্তু যীশু আমাদের বলেছেন, আমরা কেউ ***"ঈশ্বর ও ধন উভয়ের দাসত্ব করতে পারি না"*** (মথি ৬:২৪)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com